নিরপেক্ষ থেকে আর চিত্তে নেই সুখ

সোমক দাস

যে সবটা জানে, সে ক্ষমা করে সবাইকে। এটি একটি বিদেশি প্রবাদবাক্য। কোন দেশের, তা মনে পড়ছে না, তবে যে হাসতে জানে না, তার দোকানদার হওয়া উচিত নয় --- এ প্রবাদবাক্যটি যে চিন - দেশের --- তা মনে পড়েছে।প্রাসঙ্গিকতা পরে মনে পড়বে, মনে হয়।

এই নাতিতুচ্ছ নিবন্ধের নামকরণটি, সচেতন কিংবা উৎকীর্ণ পাঠকের পক্ষে সহজেই অনুধাবনযোগ্য যে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ পদাতিক -এর দলভুক্ত কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তি থেকে আহরিত ---যেটি শুরু হচ্ছে এ-ভাবে --- শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সভা; লেলিন দিবস; লাল --- পাগড়ি মোতায়েন ;... ক্রমে এসে গেছে--ইতিহাস স্পষ্ট বক্তা ---ধূর্ত অধ্যাপক গোয়েন্দার প্রাপ্য শুনে নেন... সবি তো শূন্যের রঙ্গ... ব্যর্থ মনোরথ পান্ডা ; তৃপ্তি নেই আর... শেষ পর্যন্ত সেই --- সাবাস্ বল্লভভাই! প্রকাশ্যেই নেড়ে দিলে গান্ধীর চিবুক ---এককালের কিংবদন্তিপ্রতিম এই পঙ্‌ক্তিরপরে আজ পড়ি --- হাজরা পার্কে সভা কাল ; নিরপেক্ষ থেকে আর চিত্তে নেই সুখ। তারপর আর কোনও উপায় থাকে না। অন্তত সাত দশক পরেও, নিরপেক্ষ থাকতে ইচ্ছে করে কই! মন তো চলে যায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পক্ষেই

২. কারও লেখা সরল - সহজ, কারও লেখা কঠিন - কর্কশ, কারও লেখা নিষ্ঠুর -তির্যক ; এবং যখনই এই তির্যক বিশেষণটি এসে পড়ে ----তখনই যেন মনে হয়, তিনি ----যাঁকে তির্যক দৃষ্টিভঙ্গির লেখক বলা হল ---তিনি, সবটাই জানেন ; সমাজ-- সংসার - সিপিএম জানেন ; ঈশ্বর - শয়তান - ভণ্ডামি ; দালালি - তেজারতি - শেয়ার কারবার জানেন; পার্টিকার্ড - আনুগত্য - বিপ্লবপ্রচেষ্টা জানেন ; বিপ্লবের ব্যর্থতাও জানেন ; বামপন্থার বহুধা -- বিভক্ত চারিত্র্য তো জানেনই ; সুতরাং তির্যক না - হয়ে তাঁর উপায় নেই। কবিতা ছাড়া হাতে অস্ত্র নেই, পলাতক হতেও পারছেন না, দলবদ্ধও থাকতেই হবে, এ - অবস্থায় তির্যক সমালোচনামূলক কবিতা লেখা ছাড়া, তাঁর আর কোনও উপায় ছিল কি? সত্য তাঁকে এড়াবে কী করে!

৩. সত্যি কথা বলতে কী, প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য/ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা ---এসব যখন প্রথম প্রকাশিত হচ্ছিল, তখনকার সামাজিক বিস্ফোরণময় পরিস্থিতি, আমরা জানি না, সুতরাং কল্পনাও করতে পারি না --- তখনকার উত্তপ্ত পাঠককুল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এ-সব পঙ্‌ক্তি কতটা গভীরভাবে গ্রহণ করেছিলেন। করা সম্ভবও নয়। এত বছর পরে---পুণর্মুল্যায়নের কোনও প্রশ্ন নেই, থাকতে পারে না, নেহাৎই নতুন করে পড়তে গিয়ে দেখছি -- কবিকে জানার জন্যে সমসাময়িক পটচিত্রকে ভুলে গেলেও ক্ষতি নেই, তৎকালীন সামাজিক রাজনৈতিক পটভূমিকে বা রাজনৈতিক বিভিন্ন (আপাত - অর্থহীন) মতবাদকে মনে রাখতেই হবে, এমন - কোনও ধ্রুব স্বতঃসিদ্ধ বলে কিছু নেই, থাকলে সাহিত্যের চিরন্তনতাই ব্যর্থ হয়ে যায় --- সেই জায়গা থেকে, কোনও তথাকথিত মতবাদকেই যে স্বীকার করে না, তা মার্ক্সবাদ বা অমুক - তমুকবাদ যাই হোক না কেন -- কেননা, সব মতবাদই অসম্পুর্ণ- হতে বাধ্য।

যা বলেছিলাম, কবিতা থেকে, সে যদি সত্যিকারের কবি হয়ে থাকে, তাহলে তার কবিতা থেকে সত্যের --চিরন্তন সত্যের স্ফুরন খুঁজে পাওয়া যাবেই। তা যতই তাৎক্ষণিকের মাধ্যমে হোক না কেন।
মনে রাখতে হবে, আজ যে - ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, তার মধ্যে সঠিকভাবে ঢুকতে পারলে চিরন্তনতার অনেক সূত্র পাওয়া যায়। যা শুধু কবিই পেতে পারেন।
হিন্দি প্রবাদ আছে ----যঁহা না পঁহুছায়ে রবি, উঁহা বি পঁহুছায়ে কবি।
সুভাষ মুখোপাধ্যায় তার অন্যতম প্রমাণ।

৪. আমার চত্রান্ত শুধু ট্রামের চাকার নিচে দুর্ঘটনা আনে ---লিখেছেন সুভাষ, সে কবে. উনিশশো কতয়---তখন আমার অক্লান্ত গান নক্ষত্র বিরহে। সে তো হল, কিন্তু --- বিষাদের বিষলিপ্ত কবিতাকন্যারে ধার দিই জনে জনে ---কে লিখবে আজ আর ? তারপর -- শেষ পর্যন্ত ---সকল শূন্যতা যাতে প্রেম, হয়ে ঝরে --ভাবা যায়?
কোন ভাষার ব্যাখ্যা করা যাবে এই মানসিকতার
কে কত বড় কবি, আমার জানা নেই। শারীরিক মৃত্যুর পরে কোনও কবি কতদিন বেঁচে থাকবেন, কেউ বলতে পারে না। রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করতে হয়েছিল, আর জীবনানন্দকে ...। কে বেশি বেঁচে আছে, কে বলবে ! শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে চেষ্টা করতে হচ্ছে, লক্ষ করা দরকার। কিন্তু --এ -রকম পঙ্ক্তির তুলনা কই ---সকল শূণ্যতা যাতে প্রেম হয়ে ঝরে? (পলাতক
আমরা পাশ ফিরে থাকলাম কী করে?

৫. ফাল্গুনী কবিরা / অর্ধেক চাঁদের মতো কী কণ চ্যাপ্টা হয়ে গেছে, ---কতদিন আগে লিখেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়? পার্টির কবি? তথাকথিত বামপন্থী? অমুক দল থেকে দলে ? তাতে কী ? শেষ পর্যন্ত মৃতদেহ নিয়ে কাড়াকড়ি। হায়, কবি। তাঁর কবিতার কী হল ?

উদাসীন ঈশ্বর কেঁপে উঠবেন না কি / আমাদের পদাতিক পদক্ষেপে? ---এই চ্যালেঞ্জ --বাংলা শব্দের দিকে গেলাম না, চ্যালেঞ্জই বললাম ---এই চ্যালেঞ্জ --- আসলে, একজন সত্যিকারের কবিকেই মানায়, যে চাকরি করে না, যে আপস করে না, যে সংগ্রাম চালিয়ে যায়।

তোমাকে ভুলিনি আমি / তুমি যেন ভুলো না আমায়... থেকে যে যেতে পারে ---শৃঙ্খল ভাঙার ডাক দিকে দিকে / এখানে আমার মনে / জ্বলে অনুকম্পাহীন ঘৃণা।/শত্রুর জ্বলন্ত চোখে দেখি/ জীবনদক্ষিণা ।(সীমান্তের চিঠি)

৬. অনেক লেখাতেই কবিত্বের চেয়ে স্লোগানের গন্ধ বেশি ; সে-জন্যে কবিতার ক্ষতি যতটা হয়েছে, নিজের বিশ্বাসের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছে ততটাই। কৃত্রিমতার আবেশ কিন্তু কোথাও নেই। স্ট্রাইক ! স্ট্রাইক ! দুঃশাসনের পাঁজর খুলবো, গা থেকে খসাবো চামড়া যেমন লিখেছেন, তেমনই দ্বিধাহীনভাবে লিখেছেন -- জমিজমা নেই, উপবাস পেশা, কেয়ার কার ?/ অগ্নিগর্ভ ভাষা আমাদের গানের খাঁটি । তার আগে --- বদ্ধ মুঠিতে বজ্র তৈরি, মিছিলে হাঁটি। অক্ষর সাজিয়ে বা নিয়ে - বানিয়ে এ-রকম পঙ্ক্তি এতটা প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা নিয়ে লেখা কি সম্ভব ?
অগ্নিকোণ গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন--- সিঙ্গাপুরের যে তিনজন শহীদ বৃটিশের ফাঁসিকাঠে আন্তর্জাতিক গাইতে গাইতে প্রাণ দিয়েছেন।

এখানকার কবিতার জগতে এই প্রতিরোধ, সহানুভূতি, রাগ--এ-সব অনুভুতি কি অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে গেল? এখন কি কেউ আর লিখবেন -- লক্ষ লক্ষ হাতে / অস্বীকারকে দু-টুকরো করে / অগ্নিকোণের মানুষ/সূর্যকে ছিঁড়ে আনে।... ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর/যে মারে, সেই বাঁচে। কিংবা, অন্য সব মুখ যখন দুর্মুল্য প্রসাধনের প্রতিযোগিতায় / কুৎসিত বিকৃতিকে চ

াপার চেষ্টা করে,/পচা শবের দুর্গন্ধ ঢাকার জন্যে /গায়ে সুগন্ধি ঢালে/ তখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেই মুখ (মিছিলের একটি মুখ / নিষ্কোষিত তরবারির মত/ জেগে উঠে আমাকে জাগায়।

আজকাল বোধহয় এই সারল্য আর এই কমিটমেন্ট একটু ব্যাকডেটেড।.... গৃহকলহকে দূরে ঠেলে এসো একজোট হই।... মৃত্যুর সাথে একটি কড়ার---/ আত্মদানের ; স্বপ্ন একটি পৃথিবী গড়ার। ---নাহ্, এখন আর এ-সব লেখার মানে হয় না। লিখবেও না কেউ। পৃথিবী গড়ার দিন শেষ; এখন তো সবাই ভাঙার কথাই ভাবে।

তখন কিন্তু ভাবনাচিন্তা সত্যিই অন্যরকম ছিল। কী অনায়াস ভঙ্গিতে লিখতে পারতেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় --- আমাদের চোখে জল ছিল ;/এখন আগুন।/হাড়- বার - করা পাঁজরাগুলো/এখন/বজ্র তৈরির কারখানা।
শুধু দল? রাজনৈতিক উত্তেজনা - প্রবণতা থেকে লেখা যায় এ - সব কবিতা ? সবই কি সাজানো কথা? সাময়িক চালাকি !
তুমি আলো। আমি আঁধারের গলি বেয়ে/ আনতে চলেছি/ লাল টুকটুকে দিন।।

৭. তো, এই সেই কবি, যিনি পছন্দ করতেন আগুনের ফুলকি---যা দিয়ে কোনওদিন কারও মুখোশ হয় না; অপছন্দ করেন ফুল ---যাকে দিয়ে বড় বেশি মিথ্যে বলায় মানুষ।
এই সেই কবি, যার রাতের পর রাত শুধু জাগরণে গেছে, এ - কথা জানতে যে, কীভাবে সকাল হয়। যার দিনক্ষণ গেছে অন্ধকারের রহস্য ভেদ করতে। যিনি চান, ফুলের সমস্ত ব্যথা ভুলিয়ে দিতে তাকে যেন একটি রমণীয় আগুনের ফুলকি দেওয়া হয়। কাঁধ বদল করে স্তূপাকার কাঠ যেন তাকে নেয়।
তাই তো নিয়েছে।
তর্কে বহুদুর।

৮. শুধু কবিতা নয়, সর্বাত্মকভাবে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি একজন মানুষকে কতদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে --- তারও প্রমাণ সুভাষ মুখোপাধ্যায়। চাকরি করেননি একদিনও, জেলে খেটেছেন দীর্ঘদিন; কিন্তু বেঁচে থাকতে তো অসুবিধে হয়নি কখনও। সারাজীবন পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ানোর যে - পদাতিক - ইমেজ, তা-ও তো কেড়ে নিতে পারেনি কেউ আর! আশি সালে পার্টির সদস্যপদ ত্যাগ করার পরে তাঁকে নিয়ে দলাদলি, মতাদর্শের জল - ঘোলা হয়েছে অনেক, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির সদর্থকতা তো পাল্টে যায়নি একটুও। একাধিক পালিতাকন্যার বিয়েও দিয়েছিলেন বেশ ভালোভাবেই।
লাবণ্য, একবার তুমি চোখ খুলে তাকালেই দেখতে পাবে মাথার ওপর/শূন্যতা কেবলমাত্র শূন্য নয় ; চাঁদ সুর্য গ্রহ তারা শূন্যে বাঁধে ঘর,/ ....পদে পদে ভুলভ্রান্তি, /অথচ জীবন তার চেয়ে বড়ো, ঢের বড়ো ; শিশিরবিন্দুর শান্তি/ঘাসের ডগায় দোলে...
এই আপাদমস্তক সদর্থক সচেতনতাময়তাকে শুধুই রাজনৈতিক বললে, ঠিক হবে না।
বেশ ভুল হয়ে যাবে।
---ভোর হবে। তাই এত অন্ধকার ব্যথায় মোচড়ায়।। ----এ কবিতাকে ক্লেশে বললে, ঠিক হবে না। খুব ভুল হয়ে যাবে।

৯. সেই কবে, উনিশশো কতয়, সুভষদা (এতক্ষণে দা বলার সময় হয়েছে বলেই মনে হয়) লিখেছিলেন---রোদে দেব/ এমন - কি হৃদয়ও ।। এখন কী - যে দরকার ওই দুটি পঙ্‌ক্তির।
সুভাষদা ভাবতেন--- আমার স্বভাব নয়, তাই/ বাঁচাই না মাথা /--রোদে না, জলে না। যে - লোকটা সবসময় লিখতে বলত ---সে চলে গেলে ভাবতেন, লোকটার বরাত ভালো।/চলে গেল।/নইলে নির্ঘাৎ হত খুন।
মায়ের কথা বলতে বলতে বলেছেন --- এখনও মেঘের দিকে যখনই তাকাই/মনে পড়ে মাকে। শেষ পর্যন্ত... পাতা নেই গাছে।/দুটি ঠোঁট শব্দ তুলে অন্য দুটি ঠোঁটে/বলে ওঠে / মনে নেই ? কাল মধুমাস!.. বলেছিল আর কেউ , আমার মা

নন।

নাজিম হিক্‌মতের সঙ্গে একাত্মতার কারণ, অনুবাদ করার প্রেরণা, সবই ওই রাজনৈতিক (তথাকথিত চেতনা - প্রসূত। জেলখাটা, আন্দোলন করা, আজীবন আপসবিহীন সংগ্রামী চেতনাকে (বারবার একটাই শব্দ লিখতেবেশ খারাপটাই ল াগছে, কিন্তু চেতনার বিকল্পই বা কী!) উজ্জীবিত রাখা-- সবেতেই তাঁর সঙ্গে সুভাষদার আত্মার মিল । ভুমিকায় নাজিম হিক্‌মতের বক্তব্য উল্লেখ করলে, অপ্রসঙ্গত, অন্যায় হবে না

"সেই শিল্পই খাঁটি শিল্প, যার দর্পণে জীবন প্রতিফলিত। তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে যা কিছু সংঘাত আর প্রেরণা, জয় ও পরাজয় আর জীবনের ভালোবাসা। খুঁজে পাওয়া যাবে একটি মানুষের সবকটি দিক। সেই হচ্ছে খাঁটি শিল্প, যা জীবন সম্পর্কে মানুষকে মিথ্যা ধারণা দেয় না।... এমন এক ভাষায় তিনি লেখেন ---যা বানানো নয়, মিথ্যা নয়, কৃত্রিম নয়; সহজ, প্রাণবন্ত, বিচিত্র, গভীর, একান্ত জটিল --- অর্থাৎ অনাড়ম্বর সেই ভাষা। সে - ভাষায় উপস্থিত থাকে জীবনের সমস্ত উপাদান। কবি লেখেন আর যখন কথা বলেন কিংবা অস্ত্র হাতে নেন --- তিনি একই ব্যাক্তি।"...
এ - সব কথা আমরা ভুলে যাচ্ছিলাম নাকি ?
নাজিম হিক্‌মতের মাধ্যমে মনে করিয়ে দিলেন, সুভাষদা ?

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com